শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী বিরচিতম্

শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্তোত্রম্

—:(*):—

শ্রী চৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ।

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর—
শ্রীগোবিন্দসুন্দর বিদ্যারঞ্জন
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ—নবদ্বীপ, নদীয়া।

ষষ্ঠ সংস্করণ—১৩৭৭

মুদ্রণালয় ঃ—
সারস্বত জয়শ্রী প্রেস
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—উৎসর্গ-পত্রম্—

শ্রীমদজিতকৃষ্ণাখ্যো ব্রহ্মচারী চ দাসকঃ।
পূর্ব্বং শ্রীমদধীরাখ্যো মজুন্দার ইতীরিতঃ॥ ১
উৎসর্গীকৃতসর্ব্বস্বো গুরুকৃষ্ণ-পদাম্বুজে।
মনো-ধন-তনু-শ্রদ্ধা-গুরুসেবা-সদাব্রতঃ॥ ২
রসাদ্রি-বেদ-গৌরাব্দে শুক্লাষাঢ়াষ্টমী-তিথৌ।
প্রাপ্তো ধামরজোঽচিন্ত্যং সেবার্ত্তিঃ সেবকোত্তমঃ॥ ৩
পূত-সেবা-স্মৃতেস্তস্য শ্রীসেবা-সৌরভ-প্রভোঃ।
সংরক্ষণে কৃতোৎসাহৈর্বিশ্বশ্রেষ্ঠ-হিতায় চ॥ ৪
গৌর-গাথাময়-গ্রন্থঃ প্রেমধামস্তবাখ্যকঃ।
প্রকাশিতোঽত্র চৈতন্য-সারস্বত-মঠাশ্রিতৈঃ॥ ৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—মুখবন্ধ—

"শ্রীশ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম্" মর্ম্মানুবাদসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম। ইতিপূর্ব্বে ইহার কয়েকটি সংস্করণ ক্রমবর্দ্ধমান আকারে পারমার্থিক পত্র 'শ্রীগৌড়ীয়-দর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে।

স্তোত্রটির রচয়িতা বিশ্ববরেণ্য আচার্য্য ভগবান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরমানুগ পার্ষদপ্রবর মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ। তাঁহার সংস্কৃতভাষায় রচিত "শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্" গ্রন্থরাজ ও বিবিধছন্দে রচিত স্তবরত্নগুলি সুধীজন কর্তৃক সমাদৃত ও শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার লিখিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মৌলিক ব্যাখ্যাও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের এক মহামূল্য সম্পদ।

বর্ত্তমান স্তোত্রটি 'তূণক' ছন্দে বিরচিত। উক্ত ছন্দে শ্রীশ্রীল রূপ প্রভু শ্রীযমুনাদেবীর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুমধুর স্তব রচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের এই স্তোত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে তাঁহার সমগ্র লীলা ও 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। ইহাতে কাব্য ও দর্শনের একত্র মিলনে যে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্বন্মণ্ডলী স্তোত্রটিকে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুগ পর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলায় শ্রীনাম প্রচার প্রসঙ্গে শব্দার্থ-বিচারে দুরূহ স্ফোটবাদের মৌলিক দিগ্‌দর্শন, বারাণসীধামে বিদ্বৎসভায় বেদান্ত-বিচারে তদ্ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যায় অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ে মূল আনন্দময়তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ বিলাসময়ত্ব সংস্থাপনে নন্দনন্দনত্ব ও সর্ব্বরস-সমাহার রসরাজতত্ত্বের রাসবিলাসী স্বরূপের প্রতি-পাদন, এবং স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারীর মূল অদ্বয়ানন্দত্ব সিদ্ধি নৃত্যকীর্ত্তনতনু শ্রীগৌরতত্ত্বেই—এই সমস্ত দুরূহ তত্ত্ব সিদ্ধান্তগুলিও যে প্রকার সুযুক্তি সহযোগে প্রদর্শন পূর্ব্বক যুগপৎ মায়াবাদীর অদ্বৈত সিদ্ধির অসারতা ও হেয়তা এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-

সিদ্ধান্তের ভগবৎপ্রেমময় জীবনের সর্ব্বোত্তমতার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সুধীজন ও সুমেধগণ বিস্মিত ও পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। এ সিদ্ধান্ত-বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নলিখিত নিগূঢ়ার্থক পয়ারটির উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

'কৃষ্ণলীলামৃতসার তার শত শত ধার
দশদিক বহে যাহা হইতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥'

স্তোত্রটির রসমাধুর্য্যেও কবি জনচিত্ত সমান ভাবেই সমাকৃষ্ট। ইহা যেমন সুখপাঠ্য, সুশ্রাব্য ও হৃদয়দ্রাবী, তেমন-ই হৃদয়গ্রাহী ও সুখাস্বাদী। কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, কি শ্রীরূপ-বর্ণনা, কি বাল্যলীলা, কি কীর্ত্তন প্রচার, কি সন্ন্যাসলীলা, কি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণলীলা, কি রামানন্দ-সংবাদ, কি ঝাড়খণ্ডপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা, কি অপূর্ব্ব ব্রজভ্রমণ-লীলা কি শ্রীনীলাচলে দিব্যোন্মাদ, কি সিন্ধুভ্রমণ-লীলা প্রভৃতির বর্ণনে—সর্ব্বত্রই যেন এক হৃৎকর্ণ-রসায়নের মহা-মহোৎসব চলিতেছে। ইহা সুধী-পাঠককে শ্রীরূপ-

রঘুনাথের পরমানুগচরিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের অমৃতপ্রবাহে মুহুর্মুহু অভিস্নাত করাইয়া ধন্য করে। বস্তুতঃপক্ষে ঐ প্রকার সুললিত ছন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত সমগ্র লীলাসুধার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু-প্রদত্ত সিদ্ধান্তালোকের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে প্রকটিত এই প্রকারের সুদীর্ঘ স্তোত্ররত্ন জগতে নিতান্তই বিরল। ইহা সত্য সত্যই শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন।

স্তোত্রটি যাহাতে অনায়াসে সঙ্গে রাখা যায়, তজ্জন্যই ইহা লঘু অবয়বে প্রকাশ করা হইল। বলা বাহুল্য গ্রন্থ-প্রকাশের ভুল ত্রুটীর দায় সম্পূর্ণই এই অধমের। তজ্জন্য পরমারাধ্য স্তোত্রকার ও সহৃদয় পাঠকের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

পরিশেষে সুধী পাঠকবর্গের সমীপে আমাদের হার্দ্দী প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা শ্রদ্ধাভরে এই স্তোত্রটির উপযুক্ত অনুশীলন পূর্ব্বক মাদৃশ দীনাধমকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাকটাক্ষ ভাজন করিয়া ধন্যাতিধন্য করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

বিনীত

সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী বিরচিতম্

শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্তোত্রম্

—:(*):—

দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত-ভক্ত-বৃন্দ-বন্দিতং
পাপ-তাপ-দাব-দাহ-দগ্ধ-দুঃখ-খণ্ডিতম্ ।
কৃষ্ণ-নাম-সীধু-ধাম-ধন্য-দান-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১

মর্ম্মানুবাদ— দেবগণ, সিদ্ধ, মুক্ত, যোগিগণ ও ভগবৎ ভক্তগণসর্ব্বদা যাঁহার স্তব করিতেছেন, (সদোপাস্য ... ... পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ) ও যিনি (ঈশ-বৈমুখ্যরূপ) অপকর্ম্ম জাত (ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনা-জনিত) ত্রিতাপ দাবানলে দগ্ধ বিশ্বের দাহজ্বালা খণ্ডনকারী, শ্রীকৃষ্ণনামরূপ সুধা-ভাণ্ডারের স্বনাম-ধন্য দানসাগর-স্বরূপ (সুধাকরের জন্ম ক্ষীর সাগর)—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১

স্বর্ণ-কোটি-দর্পণাভ-দেহ-বর্ণ-গৌরবং
পদ্ম-পারিজাত-গন্ধ-বন্দিতাঙ্গ-সৌরভম্ ।
কোটি-কাম-মূর্চ্ছিতাঙ্ঘ্রি-রূপ-রাস-রঙ্গরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২

প্রেম-নাম-দান-জন্য-পঞ্চ-তত্ত্বকাত্মকং
সাঙ্গ-দিব্য-পার্ষদাস্ত্র-বৈভবাবতারকম্ ।
শ্যাম-গৌর-নাম-গান-নৃত্য-মত্ত-নাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩

কাঞ্চনবর্ণের কোটিগুণ তেজোময়-দর্পণ-সদৃশ (যাহাতে প্রতিফলন লক্ষিত হয়) যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্যের মহিমা, (পার্থিব) পদ্মগন্ধ ও (স্বর্গীয়) পারিজাত-গন্ধ মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সৌরভের স্তব করিতেছে, এবং কোটি কোটি কন্দর্প যে শ্রীরূপের চরণতলে (বিশ্ববিশ্রুত নিজ রূপাভিমানে নিদারুণ আঘাতে) মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত—সেই রূপের আবার রাস-বিলাস (বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব-বিলাসময় বিচিত্র ছন্দের স্পন্দন সৌষ্ঠব) প্রদর্শনীর

শান্তি-পুর্যধীশ-কল্যাধর্ম্ম-দুঃখ-দুসহং
জীব-দুঃখ-হান-ভক্ত-সৌখ্যদান-বিগ্রহম্ ।
কল্যাঘৌঘ-নাশ-কৃষ্ণ-নাম-সীধু-সঞ্চরং
প্রেম-প্রাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৪

বিতান-বিগ্রহ যিনি—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ২

পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ও তদেকসাধন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম বিতরণের জন্য যিনি পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক নিজ স্বরূপ-বিলাসের প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিজ সেই অপ্রাকৃত অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-সঙ্গে ভূতলে অবতরণ করিয়াছেন ও যিনি স্বয়ং সেই শ্যাম-সুন্দর হইয়াও আজ গৌরসুন্দর রূপে নিজ নাম গান করিতে করিতে নৃত্যোন্মত্ত হইয়া নাগরিকের ন্যায় নদীয়ার পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥৩

কলির অধর্ম্ম-প্রাবল্য দর্শনে শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর—তীব্র বেদনা সহ্য করিতে না

দ্বীপ-নব্য-গাঙ্গ-বঙ্গ-জন্ম-কর্ম্ম-দর্শিতং
শ্রীনিবাস-বাস-ধন্য-নাম-রাস-হর্ষিতম্ ।
শ্রী-হরিপ্রিয়েশ-পূজ্যধী-শচী-পুরন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৫

শ্রীশচী-দুলাল-বাল্য-বাল-সঙ্গ-চঞ্চলং
আকুমার-সর্ব্ব-শাস্ত্র-দক্ষ-তর্ক-মঙ্গলম্ ।
ছাত্র-সঙ্গ-রঙ্গ-দিগ্‌জিগীষু-দর্প-সংহরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬

পারিয়া—যিনি জীবদুঃখ মোচন ও ভক্তসুখবর্দ্ধন বিগ্রহস্বরূপে কলি-কল্মষ বিধ্বংসের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-নামামৃতের ব্যাপক বিতরণ করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪

যিনি গৌড়দেশে গঙ্গাতটস্থ শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভাব ও গার্হস্থ্য-লীলাদি প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি শ্রীবাস-অঙ্গনকে ধন্য করিয়া সংকীর্ত্তন-রাস-প্রকাশে (সজ্জনের) হর্ষ বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণপতি এবং শ্রীশচীমাতা ও

বর্জ্য-পাত্র-সারমেয়-সর্প-সঙ্গ-খেলনং
স্কন্ধ-বাহি-চৌর-তীর্থ-বিপ্র-চিত্র-লীলনম্ ।
কৃষ্ণনাম-মাত্র-বাল্য-কোপ-শান্তি-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৭

শ্রীমিশ্রপুরন্দরে (মাতাপিতার ন্যায়) পূজ্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন —সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৫

যে শ্রীশচী-দুলাল (যশোদা দুলালের ন্যায়) শৈশবে বাল-সঙ্গে বালচাপল্যপর (ক্রীড়ামোদী) ও কৌমার বয়সেই যিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ এবং (তাৎকালিক নব্য-ন্যায় নৈপুণ্যগর্ব্বী নবদ্বীপের নাস্তিক্যপ্রায় পাণ্ডিত্যের) তর্কযুক্তির প্রয়োগ কৌশলে মঙ্গলময় (ভগবদ্ভক্তির) সংস্থাপক এবং যিনি ছাত্রগণসঙ্গে (জাহ্নবী তীরে) অবলীলাক্রমে প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্পহরণ করিয়াছেন—আমি সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই স্তব করি ॥ ৬

যিনি শৈশবে—অশুচিপ্রতীম বর্জ্যপাত্র, কুক্কুর শাবক ও বিষধর সর্পের সঙ্গে খেলা করেন এবং

স্নান-গাঙ্গ-বারি-বাল-সঙ্গ-রঙ্গ-খেলনং
বালিকাদি-পারিহাস্য-ভঙ্গি-বাল্য-লীলনম্ ।
কূট-তর্ক-ছাত্র-শিক্ষকাদি-বাদ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৮

(গাত্রাভরণ হরণ মানসে স্কন্ধে লইয়া পলায়মান) চোরের স্কন্ধেই বাহিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-লীলা করেন ও সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ-বিপ্রের অভীষ্ট দেবতারূপে দর্শন দান ও উচ্ছিষ্ট-দানরূপ বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেন এবং শিশুকালে ক্রুদ্ধ হইলেও যিনি শ্রীহরি-নাম শ্রবণমাত্র শান্ত হইবার লীলা দেখাইতেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৭

শিশু লীলায় যিনি সুরধুনী জলে বালসঙ্গি-সঙ্গে বিচিত্র জলকেলি করিতেন ও বালিকাদির সঙ্গে পরিহাস ভঙ্গিতে বিচিত্র রঙ্গালাপ প্রদর্শন করিতেন এবং ছাত্র ও অধ্যাপকগণের সঙ্গে বিবিধ কূট তর্ক-বিতর্ক বিস্তার করিতেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৮

শ্রীনিমাই-পণ্ডিতেতি নাম-দেশ বন্দিতং
নব্য-তর্ক দক্ষ লক্ষ-দাম্ভি-দম্ভ খণ্ডিতম্ ।
স্থাপিতার্থ খণ্ড-খণ্ড খণ্ডিতার্থ-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৯

শ্লোক-গাঙ্গ-বন্দনার্থ দিগ্‌জিগীষু-ভাষিতং
ব্যত্যলঙ্কৃতাদি-দোষ-তর্কিতার্থ-দূষিতম্ ।
ধ্বস্ত-যুক্তি-রুদ্ধ-বুদ্ধি দত্ত-ধীমদাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১০

কিশোর বয়সেই যিনি নিমাই পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইয়া সমগ্র দেশে বন্দনীয় হইয়াছেন ও নব্যন্যায়দক্ষ লক্ষ লক্ষ দাম্ভিক পণ্ডিতের দম্ভ চূর্ণ করিতেন এবং তাঁদের স্থাপিত যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করায় প্রতিপক্ষ নিরুত্তর হইলে আবার নিজেই উহা সংস্থাপন করিতেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৯

শ্রীগঙ্গাদেবীর বন্দনার্থ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত (কেশব কাশ্মিরী) যে শ্লোক রচনা ও পাঠ করিলেন তাহাতে বিকৃত অলঙ্কারাদি দোষ প্রদর্শিত হইলে

সূত্র-বৃত্তি-টিপ্পনীষ্ট-সূক্ষ্ম-বাচনাদ্ভুতং
ধাতু-মাত্র-কৃষ্ণ-শক্তি-সর্ব্ব-বিশ্ব-সম্ভৃতম্ ।
রুদ্ধ-বুদ্ধি-পণ্ডিতৌঘ-নান্য-যুক্তি-নির্দ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১১

পণ্ডিতজী আত্মসমর্থনে নানা কূটতর্ক উত্থাপন করিয়াও যাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন এবং অবশেষে বিচারে অক্ষমতা ও বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিলে (উপস্থিত জনগণের উপহাস নিরস্ত করিয়া) যিনি দিগ্বিজয়িকে পণ্ডিতোচিত সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১০

ব্যাকরণ বা ন্যায় শাস্ত্রের স্বল্পাক্ষরে গম্ভীরার্থ বাচক সূত্রসমূহে উল্লিখিত শব্দ-সমূহের স্বাভাবিক অর্থ ও বিবিধ তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় যিনি অত্যদ্ভুত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশে পণ্ডিতমণ্ডলিকে বিস্মিত করিতেন ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে উল্লিখিত সপ্তদশ শত ধাতু সমূহের অর্থ মাত্রকেই যিনি মুক্ত-প্রগ্রহ বৃত্তিযোগে অর্থাৎ অর্থের চূড়ান্ত ব্যপ্তিতে যিনি বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই শক্তি পরিচায়করূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং যাঁহার বিচার সম্মুখে পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারবুদ্ধি

কৃষ্ণ-দৃষ্টি-পাত-হেতু-শব্দকার্থ-যোজনং
স্ফোট-বাদ-শৃঙ্খলৈক-ভিত্তি-কৃষ্ণ-বীক্ষণম্ ।
স্থূল-সূক্ষ্ম-মূল-লক্ষ্য-কৃষ্ণ-সৌখ্য-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১২

স্তব্ধ হওয়ায় কোন উত্তর করিতে না পারিযা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অবস্থিত থাকিতেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১১

সর্ব্বকারণ—কারণ স্বরাট্ শ্রীভগবানের ঈক্ষণ বা স্বাধীন ইচ্ছাই যাবতীয় শব্দ ও অর্থ ও উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের নিশ্চয়তা বিধান করে বা পাণিনি-প্রমুখ মনিষিগণের যে স্ফোটবাদের বিচার-চেষ্টা—তাহার শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধানের মূল ভিত্তি শ্রীভগবানেরই বিশেষ ইচ্ছা বা অনুমতি—যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম চরাচর যাবতীয় সত্ত্বা ও গতিশীলতার একমাত্র তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণ-সুখ সম্পাদন বা অদ্বয়-তত্ত্বের লীলা-বিলাস—ইহাই যাঁহার প্রতিপাদ্য—সেই দবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১২

প্রেম-রঙ্গ-পাঠ-ভঙ্গ-ছাত্র-কাকু-কাতরং
ছাত্র-সঙ্গ-হস্ত-তাল-কীর্ত্তনাদ্য-সঞ্চরম্ ।
কৃষ্ণ-নাম-সীধু-সিন্ধু-মগ্ন-দিক্-চরাচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৩

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ছাত্র সঙ্গে পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ হইলে প্রবল প্রেমাবেগের বিচিত্র আবেশে অধ্যাপনা অসম্ভব হইল,—ছাত্রগণ নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনা সুযোগ হইতে চির বঞ্চিত হইয়া নানা প্রকারে নিজ নিজ ভাগ্যের নিন্দা ও খেদোক্তি করিয়া দীনভাবে নিমাই পণ্ডিতের অনন্য সাধারণ শিক্ষণ প্রতিভার প্রশংসা করিলে—যিনি ছাত্র সহানুভূতি বশতঃ বিশেষ কাতর হইলেও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিয়া ভাবাবেশে তাহাদের লইয়াই হাতে তালি দিয়া সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের শুভ সূচনা প্রকাশ করিলেন এবং যাঁহার "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ কেশবায় নমঃ" এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনোত্থ প্রেমরস সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গের প্লাবনে দিক্ বিদিক্ স্থাবর জঙ্গম নিমজ্জিত হইতে থাকিল—সেই দেবতা প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৩

আর্য্য-ধর্ম্ম-পাল-লক্ষ-দীক্ষ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনং
লক্ষ-লক্ষ-ভক্ত-গীত-বাদ্য-দিব্য-নর্ত্তনম্ ।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নাশ-দস্যু-দুষ্ট-দুষ্কৃতোদ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৪

ম্লেচ্ছ-রাজ-নাম-বাধ-ভক্ত-ভীতি-ভঞ্জনং
লক্ষ-লক্ষ-দীপ-নৈশ-কোটি-কণ্ঠ-কীর্ত্তনম্ ।
শ্রীমৃদঙ্গ-তাল-বাদ্য-নৃত্য-কাজি-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৫

যিনি বৈদিক ধর্ম্মের মর্য্যাদাকারী ও শ্রীগুরু-পদাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনকারী এবং যিনি লক্ষ লক্ষ ভক্ত-সঙ্গে সংকীর্ত্তনে নর্ত্তনবিলাস পরায়ণ ও ধর্ম্মকর্ম্ম-নাশা জগাই মাধাই প্রভৃতি দস্যু-দুষ্টদলের পরমোদ্ধারণ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৪

ম্লেচ্ছরাজ (প্রতিনিধি চাঁদকাজি) শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে বাধাদান করিলে যিনি ভক্তগণের ভয় ভঞ্জনের জন্য নিশাভাগে লক্ষ লক্ষ দীপ-মালা (মশাল) উদ্ভাসিত কোটি কোটি লোকের (স্বতঃস্ফূর্ত্ত)

লক্ষ-লোচনাশ্রু-বর্ষ-হর্ষ-কেশ-কর্ত্তনং
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাঢ্য-দণ্ড-ধারণম্ ।
ন্যাসি-বেশ-সর্ব্বদেশ-হা-হুতাশ-কাতরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৬

সংকীর্ত্তন পরিচালন করেন এবং যিনি সুমধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি সংযোগে করতাল প্রভৃতি বাদ্য সহকারে নৃত্য করিতে করিতে (শাসনকর্ত্তা) কাজিকে (শাসনাভিমান ঘুচাইয়া) আত্মসাৎ করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৫

লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর নয়নাশ্রু বর্ষণের মধ্যে যিনি পরমানন্দে (জন-কল্যাণের জন্য) মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, কোটি কোটি লোকের সম্মিলিত শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন যাঁহার (সন্ন্যাসের) দণ্ড-ধারণ লীলা সমৃদ্ধিমান করিয়াছিল এবং যাঁহার সন্ন্যাস-বেশে সমগ্র দেশ কাতরে হাহাকার করিয়াছিল—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৬

শ্রীযতীশ-ভক্তবেশ-রাঢ়দেশ-চারণং।
কৃষ্ণ-চৈতন্যাখ্য-কৃষ্ণ-নাম-জীব-তারণম্॥
ভাব-বিভ্রমাত্ম-মত্ত-ধাবমান-ভূধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ১৭

শ্রীগদাধরাদি-নিত্যানন্দ-সঙ্গ-বর্দ্ধনং
অদ্বয়াখ্য-ভক্ত-মুখ্য-বাঞ্ছিতার্থ-সাধনম্।
ক্ষেত্রবাস-সাভিলাষ-মাতৃতোষ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ১৮

যে নব-যতিরাজ—ভক্তবেশ ধারণ করিয়া পাদ-চারণে রাঢ়দেশ পবিত্র করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—এই অভিনব নাম গ্রহণকারী কৃষ্ণ নাম দিয়া জীব-গণকে তারণ করেন এবং যিনি স্বভজন-বিভজন-রসাবেশে দিব্যোন্মাদে হেমগিরির ন্যায় দিগ্‌বিদিকে ধাবিত হইতে থাকেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ১৭

শ্রীগদাধর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি যাঁর সঙ্গ সমৃদ্ধ করিতেছেন, যিনি ভাগবত প্রধান শ্রীঅদ্বৈতের বাঞ্ছা-পূরণে ভূতলে অবতীর্ণ এবং যিনি মাতৃ-সন্তোষের

ন্যাসিরাজ-নীল-শৈল-বাস-সার্ব্বভৌমপং
দাক্ষিণাত্য-তীর্থ-জাত-ভক্ত-কল্প-পাদপম্ ।
রাম-মেঘ-রাগ-ভক্তি-বৃষ্টি-শক্তি-সঞ্চরং
প্রেম-গ্রাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ১৯

নিমিত্ত (সন্ন্যাসের পর) শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান অঙ্গীকার করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেম-ময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৮

ন্যাসিরাজ শ্রীচৈতন্য নীলাচলে সমুপস্থিত হইয়া প্রথমেই (তাৎকালিক নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অসাধারণ প্রতিভাধর) শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে (শ্রীশঙ্করের বিবর্ত্তবাদ গর্ত্ত হইতে) উদ্ধার করেন ও পরে (বিভিন্ন মতবাদ-সঙ্কুল) দাক্ষিণাত্য-তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশস্থিত ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরুরূপে তাঁদের অভীষ্ট পূরণ করেন এবং (বিশেষ করিয়া গোদাবরী তীরে) শ্রীরামানন্দ নামক ভক্তমেঘে ব্রজরাগভক্তির রসবৃষ্টি-শক্তির সঞ্চার করেন (ও স্বয়ং প্রশ্ন-ভঙ্গি-ক্রমে তাঁর উপদেশ প্রকাশ করেন)—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি) শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ১৯

ধ্বস্ত সার্ব্বভৌম-বাদ-নব্যতর্ক-শাঙ্করং
ধ্বস্ত-তদ্বিবর্ত্ত-বাদ-দানবীয়-ডম্বরম্ ।
দর্শিতার্থ-সর্ব্ব-শাস্ত্র-কৃচ্ছ্র-ভক্তি-মন্দিরং
প্রেমধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২০

প্রেমধাম-দিব্য-দীর্ঘ-দেহ-দেব-নন্দিতং
হেম-কঞ্জ-পুঞ্জ-নিন্দি-কান্তি-চন্দ্র-বন্দিতম্ ।
নাম-গান-নৃত্য-নব্য-দিব্য-ভাব-মন্দিরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২১

সার্ব্বভৌম মহাশয় ছল, বিতণ্ডা, নিগ্রহ প্রভৃতি কূটতর্ক-সংযোগে আচার্য্য শঙ্করের শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ নির্ব্বিশেষবাদ সমর্থন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও যে নব্য সন্ন্যাসি-বেশী প্রতিভোজ্জ্বল সুন্দরমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য সঙ্গে সঙ্গে বেদানুগ সুযুক্তির সাহায্যেই অনায়াসে সেই সমস্ত নাস্তিক্য-বিচার ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিলেন এবং যিনি বহু বিগীত সেই শাঙ্কর-বিবর্ত্ত-বাদকে শ্রদ্ধা নামক পরম আত্মসম্পদ বিহীন আরোহ-বাদীর অহংগ্রহ উপাসনাপর বাহ্য-নীতি-সম্বল অসুর-বুদ্ধির পাষণ্ডোত্তম প্রকাশের প্রচ্ছদপট বলিয়া প্রতি-

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনং
রাম-রাম-গান-রম্য-দিব্য-ছন্দ-নর্ত্তনম্ ।
যত্র তত্র কৃষ্ণনাম-দান-লোক-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২২

পাদিত করিলেন ও "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" প্রভৃতি শ্রুতি ও সাত্বত শ্রুতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যার দ্বারা প্রাকৃত বিশেষত্ব নিরসন করিয়া অপ্রাকৃতে বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব সংস্থাপনই শ্রুতি-সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য—এই শক্তি পরিণামবাদের কথা বুঝাইয়া বেদ, বেদান্ত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-সমূহ সকলেই শ্রীভগবানের লীলা-মহিমা-কীর্ত্তনপর বাঙ্ময় মন্দির স্বরূপ—ইহা প্রদর্শন করিলেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২০

দেবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী সুদীর্ঘ দিব্য প্রেমময় যাঁহার শ্রীবিগ্রহ, কোটি কনকপদ্মধিক্কারী চন্দ্র-বন্দিত যাঁহার শ্রীঅঙ্গজ্যোতি এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে নৃত্য-

গৌতমীয়-গাঙ্গ-তীর-রামানন্দ-সংবদং
জ্ঞান-কর্ম্ম-মুক্ত-মর্ম্ম-রাগ-ভক্তি-সম্পদম্ ।
পারকীয়-কান্ত-কৃষ্ণ-ভাব-সেবনাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৩

বিলাসজাত নিত্য নব-নবায়মান অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকভাব সমূহের যিনি লীলাপীঠ স্বরূপ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২১

অতঃপর তীর্থ-দর্শন-ছলে শ্রীহরিনাম দিয়া দক্ষিণ-দেশ উদ্ধার-মানসে বহির্গত যে সুন্দরমূর্ত্তি যুব সন্ন্যাসী দাক্ষিণাত্যের পথে পথে, দেবালয়ে, তীর্থাশ্রমে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" বলিয়া সুমধুর কীর্ত্তন ও "রাম রাম" গান করিতে করিতে কোন এক অনির্ব্বচনীয় দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরম মধুর নৃত্য-বিলাস রচনা করিয়াছেন এবং যেখানে সেখানে কালাকাল পাত্রাপাত্র অবিচারে সমবেত জনসাধারণকে শ্রীকৃষ্ণনাম গাওয়াইয়া নিস্তার করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২২

দাস্য-সখ্য-বাৎস্য-কান্ত-সেবনোত্তরোত্তরং
শ্রেষ্ঠ-পারকীয়-রাধিকাঙ্ঘ্রি-ভক্তি-সুন্দরম্ ।
শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-দিব্য-কাম-কৃষ্ণ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৪

গৌতমীগঙ্গা (গোদাবরী) তীরে যাঁর রামানন্দ-সংবাদ নামক (শ্রীচরিতামৃতে) সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংলাপ —যাহাতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের মালিন্যমুক্ত হৃদয়ের অনুরাগময় সেবাকেই পরমসম্পদ বলা হইয়াছে এবং পারকীয় মধুর রসের ভাবসেবার আকর বিষয়-বস্তু-রূপে একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই নিরূপিত হইয়াছেন —সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৩

দাস্য হইতে আরম্ভ করিয়া সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের সেবা—পর পর শ্রেষ্ঠ পারকীয় মধুররসে শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্যই (সর্ব্বোত্তম) সেবা-সৌন্দর্য্য এবং শ্রীব্রজধামে স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত কাম একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট—এইরূপই যাঁহার প্রেরণা—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৪

শান্ত-মুক্ত-ভৃত্য-তৃপ্ত-মিত্র-মত্ত-দর্শিতং
স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-শিষ্ট-মিষ্ট-সুষ্ঠ কুণ্ঠ-হর্ম্মিতম্ ।
তন্ত্র-মুক্ত-বাম্য-রাগ-সর্ব্ব-সেবনোত্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৫

আত্ম-লব্ধ-তত্ত্ব-দিব্য-ন্যায়-ভাগ্য-দর্শিতং
শ্যাম-গোপ-রাধিকাপ্ত-কোক্ত-গুপ্ত-চেষ্টিতম্ ।
মুচ্ছিতাজ্রি-রামরায়-বোধিতাত্ম-কিঙ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৬

যিনি—শান্তরসে (ক্লেশ) মুক্তি-সুখ, দাস্যরসে (সেবা) তৃপ্তি-সুখ ও সখ্যরসে (প্রশ্রয় সেবা) প্রমত্ত-সুখের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং বাৎসল্যে স্নেহাতিশয্যে জ্ঞানশূন্য গাঢ় আনন্দানুভূতি ও মধুর-রসে পূর্ণ সৌষ্ঠববিশিষ্ট সৌখ্যানুভব শাস্ত্র-শাসিত (স্বকীয়) হইলে সঙ্কুচিতভাবে আস্বাদিত হয় বলিয়া জানাইয়াছেন ; কিন্তু শাস্ত্র-তন্ত্রাতীত ব্রজরাগ-সেবা মধুর রসে—বিশেষতঃ বাম্যভাব সংযুক্ত হইলে—সর্ব্বোত্তম সেবাসুখ প্রদান করে—এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৫

নষ্ট-কুষ্ঠ-কূর্ম্ম-বিপ্র-রূপ-ভক্তি-তোষণং
রামদাস-বিপ্র-মোহ-মুক্ত-ভক্ত-পোষণম্ ।
কাল-কৃষ্ণ-দাস-মুক্ত-ভট্টথারি-পিঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৭

যিনি—শ্রীরায়ের অতিমর্ত্ত ভাগ্যে স্বীয় নবদ্বীপ লীলার অভিনব অবতারিত্বের বিষয় প্রকাশ করেন এবং শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসমন্বিত নিজ শ্যাম-গোপ স্বরূপের প্রেম-রহস্যময় শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন ও লীলা কথা ব্যক্ত করেন এবং রামানন্দ সেই অভূতপূর্ব্ব অপরূপ রূপ দর্শনে তাঁর শ্রীচরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে—সেই নিত্য কিঙ্করের চৈতন্য সম্পাদন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৬

যিনি—শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগী বাসুদেব নামক ভক্ত ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দ্বারা রোগমুক্ত ও রূপময় করিয়া প্রসন্নতা দান করেন এবং রামদাস নামক কোন দাক্ষিণাত্য দ্বিজ-ভক্তকে (শ্রীসীতাদেবীর মূর্ত্তি রাক্ষস-স্পৃষ্ট হইল এইরূপ অসম্ভব) কুভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া (অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত

রঙ্গনাথ-ভট্ট-ভক্তি-তুষ্ট-ভঙ্গি-ভাষণং
লক্ষ্ম্য-গম্য-কৃষ্ণ-রাস-গোপিকৈক-পোষণম্ ।
লক্ষ্ম্য-ভীষ্ট-কৃষ্ণ-শীর্ষ-সাধ্য-সাধনাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৮

গোচর-তত্ত্ব বুঝাইয়া ও কূর্ম্ম পুরাণের প্রমাণ দেখাইয়া) শুদ্ধভক্তি দ্বারা পালন করেন এবং যিনি কালাকৃষ্ণ দাস নামক নিজ সঙ্গী অবোধ বিপ্রকে মালাবর দেশের ভট্টথারি নামক দুষ্ট সম্প্রদায়ের মায়া কবল হইতে উদ্ধার করেন—সেই দেবতা প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৭

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে (কাবেরীতীরে শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রধান পীঠস্থানে—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস) শ্রীবেঙ্কট ভট্ট (শ্রীগোপাল ভট্টের পিতা) পরিবারের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া যিনি পরিহাসছলে উপদেশ করিয়াছেন যে, লক্ষ্মীদেবী (সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও) শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশ পান নাই—যেহেতু একমাত্র গোপিকাগণই ঐ রাসলীলার পোষণকর্ত্রী

ব্রহ্ম-সংহিতাখ্য-কৃষ্ণ-ভক্তি-শাস্ত্র-দায়কং
কৃষ্ণ-কর্ণ-সীধু-নাম্ন-কৃষ্ণ-কাব্য-গায়কম্ ।
শ্রীপ্রতাপরুদ্র-রাজ-শীর্ষ-সেব্য-মন্দিরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ২৯

অতএব (শ্রীনারায়ণের অঙ্কশায়িনী) লক্ষ্মীদেবীরও চিত্তাকর্ষণকারী—(মূল-নারায়ণ) গোপকুমার শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম সাধ্য-সাধনের মূল উদ্দিষ্ট-তত্ত্ব—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৮

শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা নামক প্রসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থ যিনি (দক্ষিণ দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া) নিজ ভক্তগণকে প্রদান করিয়াছেন ও দাক্ষিণাত্য কবি শ্রীবিল্বমঙ্গল রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ নামক গ্রন্থের শ্রীব্রজলীলাময় শ্লোকগুলি যিনি প্রেমভরে আবৃত্তি করিতেন এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্র যাঁহার শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া পূজা করিতেন—সেই দেবতা প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ২৯

শ্রীরথাগ্র-ভক্ত-গীত-দিব্য-নর্ত্তনাদ্ভুতং
যাত্রি-পাত্র-মিত্র-রুদ্ররাজ-হৃচ্চমৎকৃতম্ ।
গুণ্ডিচাগমাদি-তত্ত্ব-রূপ-কাব্য-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩০

প্রেম-মুগ্ধ-রুদ্র-রাজ-শৌর্য্য-বীর্য্য-বিক্রমং
প্রার্থিতাঙ্ঘ্রি-বর্জিতান্য-সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সঙ্গমম্ ।
লুণ্ঠিত-প্রতাপ-শীর্ষ-পাদ-ধূলি-ধূসরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩১

শ্রীরথাগ্রে সংকীর্ত্তনে ভক্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া যাঁহার অদ্ভুত অপ্রাকৃত নটরাজমূর্ত্তির প্রকাশ,—যাহা সমবেত যাত্রিগণ ও পাত্র-মিত্রসহ মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রের হৃদয়কে চমৎকৃত করিয়াছে, এবং যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথারোহণপূর্ব্বক গুণ্ডিচা গমনাদি লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য—শ্রীরূপের কবিতায় (প্রিয়ঃ সোঽয়ং...বিপিনায় স্পৃহয়তি) সঞ্চারিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩০

দাক্ষিণাত্য-সুপ্রসিদ্ধ-পণ্ডিতৌঘ-পূজিতং
শ্রেষ্ঠ-রাজ-রাজপাত্র-শীর্ষ-ভক্তি-ভূষিতম্ ।
দেশ-মাতৃ-শেষ-দর্শনার্থি-গৌড়-গোচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩২

সমগ্র উত্তর ভারত যখন পরাক্রান্ত মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণের অধীন, সেই সময় স্বাধীন উৎকল-সম্রাট্—মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিভা, তেজ ও প্রেমময় চেষ্টাসমূহ দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত ও অভিভূত হইয়া সমস্ত শৌর্য্য-বীর্য্য-বিক্রমসহ সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্ব ধর্ম্ম-সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলে—যিনি সেই শরণাগত সম্রাটের শিরোভাগ নিজ পদরজে অভিষিক্ত করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩১

দক্ষিণদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রপূজিত হইয়া—শ্রেষ্ঠ সামন্তরাজগণ ও তাঁহাদের অমাত্য-বর্গের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন শিরোভূষণরূপে যিনি

গৌরগর্ব্বি-সর্ব্ব-গৌড়-গৌরবার্থ-সজ্জিতং
শাস্ত্র-শস্ত্র-দক্ষ-দুষ্ট-নাস্তিকাদি-লজ্জিতম্।
মুহ্যমান-মাতৃকাদি-দেহ-জীব-সঞ্চরং
প্রেমধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৩৩

(সাম্প্রদায়িক বিধানানুসারে) জন্মভূমি, গঙ্গা ও মাতার দর্শনের জন্য শেষবারের মত একবার গৌড়-দেশে পদার্পণ করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৩২

শ্রীগৌরাঙ্গের যশোরাশি সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত করায় সারা বাংলা তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যে অনন্যসাধারণ মহাপুরুষের সম্বর্দ্ধনার জন্য উত্থিত হইয়াছে ও কেবল নাস্তিক শ্রেণীর কিছু কিছু বিদ্যা-বলগর্ব্বী ব্যক্তি যে গৌরচন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশের আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উন্মাদনা দর্শনে নিজেদের হীনতায় লজ্জাবোধ করিয়াছে এবং যিনি পুনর্দ্দর্শন দ্বারা তাঁর নিদারুণ বিচ্ছেদে মৃতপ্রায় জননী ও ভক্ত-স্বজনের দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৩৩

ন্যাস-পঞ্চ-বর্ষ-পূর্ণ-জন্ম-ভূমি-দর্শনং
কোটি-কোটি-লোক-লুব্ধ-মুগ্ধ-দৃষ্টি-কর্ষণম্।
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণনাম-ঘোষ-ভেদিতাম্বরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৩৪

আর্ত্ত-ভক্ত-শোক-শান্তি-তাপি-পাপি-পাবনং
লক্ষ-কোটি-লোক-সঙ্গ-কৃষ্ণ-ধাম-ধাবনম্।
রাম-কেলি-সাগ্রজাত-রূপ-কর্ষণাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৩৫

সন্ন্যাস গ্রহণের পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে যিনি জন্মভূমি শ্রীনবদ্বীপে একবার আগমন করেন—যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—কোটি কোটি দেশবাসী—আকুল নয়নে, গুণ-বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্তরাত্মার আকর্ষণকারীর দিকে চাহিয়াছে, এবং যাঁহার উদ্দীপনায় সমবেত জনতা-কণ্ঠের মুহুর্মুহুঃ শ্রীহরিধ্বনির উচ্চরব গগন-পবন ভেদ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইয়াছে—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৩৪

বিরহ-কাতর নিজ ভক্তজনের বিরহব্যথা অপনোদন করিয়া এবং (চাপাল-গোপালাদি অপরাধ

ব্যাঘ্র-বারণেন-বন্য-জন্তু-কৃষ্ণ-গায়কং
প্রেম-নৃত্য-ভাব-মত্ত-ঝাড়খণ্ড-নায়কম্ ।
দুর্গ-বন্য-মার্গ-ভট্ট-মাত্র-সঙ্গ-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৬

প্রতপ্ত-জনের অপরাধ ও বেদনা শান্তির বিধান করিয়া—যিনি (গঙ্গাতীরপথে) বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন এবং লক্ষ-কোটি লোক (জন-সমুদ্র) যাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কিন্তু (তাৎকালিক বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ের নিকট) রামকেলি পর্য্যন্ত গমন করিয়া যে প্রভু (রাজমন্ত্রিদ্বয়—পার্ষদভক্ত) শ্রীরূপ ও তদগ্রজ শ্রীসনাতনের আকর্ষণেই আদর প্রদর্শন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৫

(রামকেলি হইতে গৌড়ের পথে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীবৃন্দাবন চলিলেন।) ব্যাঘ্র, হস্তী ও মৃগাদি বন্য জন্তু সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমযোগে মধুর নৃত্য সহকারে পরম ভাবোন্মত্ত বেশে ঝাড়খণ্ডের পথযাত্রার যে নায়ক চলিতেছেন ও যিনি সেই ঘোর

গাঙ্গ-যামুনাদি-বিন্দু-মাধবাদি-মাননং
মাথুরার্ত্ত-চিত্ত-যামুনাগ্র-ভাগ-ধাবনম্ ।
স্মারিত-ব্রজাতি-তীব্র-বিপ্রলম্ভ-কাতরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৭

মাধবেন্দ্র-বিপ্রলম্ভ-মাথুরেষ্ট-মাননং
প্রেম-ধাম-দৃষ্টকাম-পূর্ব্ব-কুঞ্জ-কাননম্ ।
গোকুলাদি-গোষ্ঠ-গোপ-গোপিকা-প্রিয়ঙ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৩৮

দুর্গম অরণ্যপথে মাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গী করিয়া নির্জ্জন ভজনের পরম সুখ অনুভব করিতেছেন—সেই দেবতা প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৬

যিনি গঙ্গাতীরে (কাশীতে) ও গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে (প্রয়াগে) শ্রীবিন্দুমাধবাদি দেববিগ্রহগণের মর্য্যাদা দান করিতেছেন এবং তৎপরে শ্রীমথুরা-দর্শনের জন্য আর্ত্তি সহকারে শ্রীযমুনা-ধারা ধরিয়া অগ্রভাগে দ্রুত ধাবিত হইতেছেন ও শ্রীব্রজলীলা স্মৃতিপথে আরূঢ়

প্রেম-গুঞ্জনালি-পুঞ্জ-পুষ্প-পুঞ্জ-রঞ্জিতং
গীত-নৃত্য-দক্ষ-পক্ষি-বৃক্ষ-লক্ষ-বন্দিতম্।
গো-বৃষাদি-নাদ-দীপ্ত-পূর্ব্ব-মোদ-মেদুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৩৯

হওয়ায় অতি তীব্র বিরহে কাতর হইয়া পড়িতেছেন —সেই দেবতা প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৩৭

যিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আস্বাদিত "অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ..... ...কিং করোম্যহম্", "মথুরা মথুরা .....মধুরা মধুরা" প্রভৃতি শ্লোকে উদ্দিষ্ট প্রোষিত ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধিকার মাথুর বিপ্রলম্ভভাবকেই অভীষ্ট ভজন-পরাকাষ্ঠা বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন এবং যিনি প্রেমলীলা-পীঠস্থান শ্রীব্রজধামে সমুপস্থিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া পূর্ব্ব লীলাস্থলের কুঞ্জ ও কাননসমূহ দর্শন করিতেছেন এবং গোকুলাদি দ্বাদশ বনে অবস্থিত গোপ-গোপিকা সঙ্গে যাঁহার নানাপ্রকার প্রিয়াচরণ প্রকট হইতেছে—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৩৮

প্রেম-বুদ্ধ-রুদ্ধ-বুদ্ধি-মত্ত-নৃত্য-কীর্ত্তনং
প্লাবিতাশ্রু-কাঞ্চনাঙ্গ-বাস-চাতুরঙ্গনম্ ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-রাব-ভাব-হাস্য-লাস্য-ভাস্বরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪০

প্রেম-মুগ্ধ-নৃত্য-কীর্ত্তনাকুলারিটাস্তিকং
স্নান-ধন্য-বারি-ধান্য-ভূমি-কুণ্ড-দেশকম্ ।
প্রেম-কুণ্ড-রাধিকাখ্য-শাস্ত্র বন্দনাপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪১

শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণকালে যিনি প্রেম-সংলাপপর অস্ফুট রব ভ্রমর-নিকর-ভ্রাজিত কুসুমস্তবক দ্বারা অভিনন্দিত হইতেছেন ও শ্রীবৃন্দাবনের লক্ষ লক্ষ পাদপ-রাজি-রাজিত—নৃত্য-গীত-কুশল বিচিত্রপক্ষ দ্বিজগণকর্ত্তৃক অভিসংস্তুত হইতেছেন এবং গোষ্ঠ-সমূহস্থিত গো, বৎস ও বৃষভগণের সস্নেহ আহ্বানে যাঁহার পূর্ব্বলীলার আনন্দোচ্ছ্বাস উদ্দীপিত হইয়া চিত্তকে একান্ত স্নেহাপ্লুত ও অভিভূত করিতেছে—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৩৯

প্রবল প্রেমোদ্গমে বাহ্যবুদ্ধি রহিত হওয়ায় যিনি উন্মাদপ্রায় নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছেন এবং অবিরল ধারায় প্রবাহিত নয়নজলের প্লাবনে যাঁহার তপ্তকাঞ্চন-কান্তি হেমকূট সদৃশ উন্নত কলেবর, অরুণ বসন ও চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিসমূহ ভাসিয়া যাইতেছে এবং যিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অত্যুচ্চরবে বিভ্রান্তিময় শব্দ উচ্চারণ করিয়া মহাভাবাবেগে অট্টহাস্যাদি বিবিধ ভঙ্গিমায় নানা বিলাসে দীপ্তি পাইতেছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪০

এইরূপে প্রেমমোহিত হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে যিনি আকুল আবেগে অরিষ্টের (শ্রীরাধা-কুণ্ডের) সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং সহসা ধান্যক্ষেত্রের জল স্নানধন্য করিয়া উহাই শ্রীরাধাকুণ্ড—ইহা জানাইয়া দিয়া থাকেন এবং দৈন্যাক্তি সহকারে সেই প্রেমময় শ্রীরাধাকুণ্ডের "যথা রাধা·····অত্যন্ত-বল্লভা"—এইরূপ শাস্ত্রীয় বন্দনা ও আদর করিতে থাকেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪১

তিন্তিড়ী-তলস্থ-যামুনোর্ম্মি-ভাবনাপ্লুতং
নির্জ্জনৈক-রাধিকাত্ম-ভাব-বৈভবাবৃতম্ ।
শ্যাম-রাধিকাপ্ত-গৌর-তত্ত্ব-ভিত্তিকাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪২

শারিকা-শুকোক্তি-কৌতুকাঢ্য-লাস্য-লাপিতং
রাধিকা-ব্যতীত-কামদেব-কাম-মোহিতম্ ।
প্রেম-বশ্য-কৃষ্ণ-ভাব-ভক্ত-হৃচ্চমৎকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৩

এইরূপে শ্রীব্রজভূমির বিভিন্ন লীলাস্থল সমূহ দর্শন করিতে করিতে যিনি শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাপর-যুগের সেই সুপ্রসিদ্ধ তিন্তিড়ীবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীযমুনার তরঙ্গ-ভঙ্গিমার উদ্দীপনায় সখীগণ সঙ্গে জলকেলির নিগূঢ়-লীলা-ভাবনায় অভিভূত থাকেন ও একান্তে শ্রীরাধামধুরিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে তদেকাত্ম-ভাব ও বিলাসে আত্মহারা হইয়া পড়েন এবং শ্রীশ্যামসুন্দর একান্তভাবে শ্রীরাধাভাব বিভাবিত হওয়ায় যেস্থানে শ্রীগৌরতত্ত্বের আদি উৎস ক্ষেত্র

শ্রীপ্রয়াগ-ধাম-রূপ-রাগ-ভক্তি-সঞ্চরং
শ্রীসনাতনাদি-কাশি-ভক্তি-শিক্ষনাদরম্ ।
বৈষ্ণবানুরোধ-ভেদ-নির্ব্বিশেষ-পঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৪

রচিত হয়—সেই আকরেই যিনি আকররূপে অবস্থান করিতেছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪২

যাঁহার উদ্দেশ্যে শুক-শারীর কৌতুকময় কথোপ-কথন-ক্রীড়া প্রদর্শিত হয় ও ("রাধাসঙ্গে যদা ভাতি ...স্বয়ং মদনমোহিত" প্রভৃতি) যাহাতে শ্রীরাধা-বিরহিত কামদেব শ্রীকৃষ্ণ কামমোহিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ইহাতে যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতারূপ চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রকাশ প্রদর্শনে ভক্ত হৃদয় চমৎকৃত করেন—সেই দেবতা প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৩

যিনি শ্রীপ্রয়াগধামে (দশাশ্বমেধ ঘাটে) শ্রীরূপকে ব্রজরস—সাধ্য সাধনক্রমে উপদেশ করিয়া রস বিস্তারের শক্তিসঞ্চার করেন ও তৎপর কাশীধামে

ন্যাসি-লক্ষ-নায়ক-প্রকাশানন্দ-তারকং
ন্যাসি-রাশি-কাশি-বাসি-কৃষ্ণ-নাম-পারকম্ ।
ব্যাস-নারদাদি-দত্ত-বেদধী-ধুরন্ধরং
প্রেমধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৫

শ্রীসনাতনকে শুদ্ধভক্তি-কথা—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বিচারে বিস্তৃতভাবে শিক্ষাদান করেন এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র ও তপন মিশ্রাদির বিশেষ প্রার্থনায় বারাণসীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিদের সঙ্গে সাক্ষাতে বিচারসভায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের সঙ্কীর্ণ ও মৎসরতা-পূর্ণ অহংগ্রহোপাসনার অন্ধ ধারণা বিধ্বস্ত করিয়া পরব্রহ্মের আরাধনায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৪

(শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তম প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা সমাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন)—কাশীধামে লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসীর অধিনায়ক (শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রতিম) শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে (শাস্ত্র বিচার

ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য-কৃষ্ণ-নারদোপদেশকং
শ্লোক-ভূর্য্য-ভাষ্যণান্ত-কৃষ্ণ-সম্প্রকাশকম্ ।
শব্দ-বর্ত্তনান্ত-হেতু-নাম-জীব-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৬

ও নিজ স্বচ্ছ প্রেমময় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে) যিনি বিবর্ত্তবাদের কুতর্ক গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করেন ও সন্ন্যাসী-বহুল সমস্ত কাশীবাসিকে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত করিয়া সংসার-সিন্ধু হইতে পরিত্রাণ দান করেন এবং শ্রীনারদ-ব্যাস-পরম্পরা-প্রদত্ত শ্রৌত-সিদ্ধান্ত সুধাবাহী শ্রীরথের যিনি দিব্য ধুরন্ধর-স্বরূপ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৫

(কাশীতে সন্ন্যাসিসভায় বিচারধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয়) যিনি ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি পরম্পরা-প্রাপ্ত বা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন নারদের উপদেশে যাহা প্রণয়ন করেন, সেই বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারই উপদেশ করেন এবং শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যায় (অহমেবাসমেবাগ্রে...) যিনি চরাচর বিশ্বের মূল আকরতত্ত্ব রূপে অদ্বয়জ্ঞান

আত্ম-রাম-বাচনাদি-নির্ব্বিশেষ-খণ্ডনং
শ্রৌত-বাক্য-সার্থকৈক-চিদ্বিলাস-মণ্ডনম্।
দিব্য-কৃষ্ণ-বিগ্রহাদি-গৌণ-বুদ্ধি-ধিক্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৭

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই সম্প্রকাশ করেন এবং "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের অর্থ প্রকাশে যিনি শব্দ-ব্রহ্ম বা কৃষ্ণনামকেই জীবের আবর্ত্তন-নিবারক নিঃশ্রেয়সরূপে প্রতিপাদন করেন —সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৬

শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের (দ্বিষষ্টি-প্রকার) ব্যাখ্যা দ্বারা যিনি শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদ খণ্ডন করেন ও "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" প্রভৃতি বহু শ্রুতিবাক্য সমূহের দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবানের চিন্ময়-লীলা-মাধুর্য্যের শোভা প্রকাশ করেন এবং যিনি অপ্রাকৃত অর্চ্চাবিগ্রহাদিকে (ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতিকে) মায়িক (মায়া

ব্রহ্ম-পারমাত্ম্য-লক্ষণাদ্বয়ৈক-বাচনং
শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-নন্দলীল-নন্দ-নন্দনম্ ।
শ্রীরস-স্বরূপ-রাস-লীল-গোপ-সুন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৮

কল্পিত) সত্ত্বগুণের বিকার-মাত্র—মায়াবাদের এই ঘৃণিত ধারণাকে অত্যন্ত ধিক্কার দেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৪৭

জ্ঞানী ও যোগিগণের ব্রহ্ম-পরমাত্মা রূপ মুল-প্রতিম তত্ত্বদ্বয়কে যিনি (শ্রীভাগবতের "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" বচন দ্বারা) ক্রোড়ীভূত করিয়া অদ্বয়জ্ঞানের স্বরূপ—পরম মৌল সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শ্রীভগবানের স্বতঃসিদ্ধ আনন্দময়তার নিগূঢ় লীলা উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে যিনি বৈকুণ্ঠোপরি (বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী) নিত্যব্রজে বাৎসল্যরস প্রয়োজনে বিশুদ্ধ সেবায় অদ্বয়তত্ত্বের নন্দনন্দনত্ব সিদ্ধির দিগ্-দর্শন দেন এবং পরিশেষে রসতত্ত্বের স্বরূপ বিচারে সর্ব্বরসের সমাহার আদ্য ও মুখ্য রসাশ্রয়ে অখিল

রাধিকা-বিনোদ-মাত্র-তত্ত্ব-লক্ষণান্বয়ং
সাধুসঙ্গ-কৃষ্ণ-নাম-সাধনৈক-নিশ্চয়ম্ ।
প্রেম-সেবনৈক-মাত্র-সাধ্য-কৃষ্ণ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৪৯

রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগোপীজনবল্লভেরই স্বয়ং ভগবত্তার স্বরূপতা-নির্ণয় ও সর্ব্বাচিন্ত্য পরাৎপর ধামে স্বরূপ-শক্তির চিল্লীলারস-রঙ্গ-বিলাসময় (সত্যং শিবং সুন্দরম্) সুন্দরের রাসবিলাসই (প্রিয়-রস-প্লাবন) জীবের সর্ব্বোত্তম লক্ষ্যস্থল বলিয়া যিনি ইঙ্গিত করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৪৮

এইরূপে যিনি সমস্ত শ্রৌত-সিদ্ধান্তের পরম সারাৎসার স্বরূপে শ্রীরাধাবিনোদকেই একমাত্র মূল সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকেই একমাত্র অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ শ্রীরাধাকান্তের প্রেম সেবাতেই একমাত্র প্রয়োজন রূপে—সুধীজন-সভায় সর্ব্বোত্তম সিদ্ধান্ত প্রদান করেন—সেই দেবতা প্রেম-ময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৪৯

বাচনৈক

আত্ম-রাম-[illegible]-দ্বিষষ্টিকার্থ-দর্শিতং
রুদ্র-সংখ্য-শব্দ-জাত-যদ্‌যদর্থ-সম্ভৃতম্‌ ।
সর্ব্ব-সর্ব্ব-যুক্ত-তত্তদর্থ-ভূরিদাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্‌ ॥ ৫০

শ্রীসনাতনানু-রূপ-জীব-সম্প্রদায়কং
লুপ্ত-তীর্থ-শুদ্ধ-ভক্তি-শাস্ত্র-সুপ্রচারকম্‌ ।
নীল-শৈল-নাথ-পীঠ-নৈজ-কার্য্য-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম ॥ ৫১

শ্রীভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ "আত্মারামাশ্চ…… …… … ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যায় যিনি (শ্রীসনাতনের ও পরে প্রকাশানন্দের নিকট) ৬১ প্রকার অর্থ প্রকাশ করেন—এই শ্লোকের একাদশপদের বিবিধ আভিধানিক অর্থসমূহ পরস্পর পৃথক পৃথক সংযোজনা দ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত সুপ্রচুর অর্থ সম্পদের আকর রূপে এই শ্লোককে প্রদর্শন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৫০

ত্যাগ-বাহ্য-ভোগ-বুদ্ধি-তীব্র-দণ্ড-নিন্দনং
রায়-শুদ্ধ-কৃষ্ণ-কাম-সেবনাভি-নন্দনম্ ।
রায়-রাগ-সেবনোক্ত-ভাগ্য-কোটি-দুষ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৫২

শ্রীসনাতন ও তদনুগ শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবাদি গোস্বামিবর্গকে অনুপ্রাণিত করিয়া যিনি নিজ সম্প্রদায় প্রকাশ করেন এবং লুপ্ততীর্থ ও শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র (বিধি রাগ ও বিচার সমন্বিত) সুষ্ঠুভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেন, এবং নীলাচলনাথ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-গণের সন্নিকটেই স্বীয় আরাধনার স্বরূপ প্রকাশে আদর প্রদর্শন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৫১

যিনি—বাহিরে ত্যাগি-বেশধারী ও গোপনে ভোগবাঞ্ছা চরিতার্থকারীকে (মর্কট বৈরাগীকে) তীব্রভাবে গর্হণ করেন, অথচ রায় রামানন্দের ন্যায় উচ্চাধিকারী বৈষ্ণবের রাগমার্গের গূঢ় সেবাচেষ্টা প্রদর্শনকে (শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নাট্যাভিনয় শিক্ষার জন্য দেবদাসীগণের সঙ্গে অসঙ্কোচ ব্যবহারকে)

শ্রীপ্রয়াগ-ভট্ট-বল্লভৈক-নিষ্ঠ-সেবনং
নীল-শৈল-ভট্ট-দত্ত-রাগ-মার্গ-রাধনম্।
শ্রীগদাধরার্পিতাধিকার-মন্ত্র-মাধুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৫৩

অভিনন্দিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রামরায়ের রাগ-সেবার অধিকারকে কোটি কোটি জন্মের সুদুর্লভ ভাগ্যলব্ধ সম্পদ বলিয়া ঘোষণা করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৫২

শুদ্ধাদ্বৈত সম্প্রদায়ের (উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য) আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ শ্রীবল্লভ ভট্ট প্রয়াগধামে ও যমুনার অপর পাড়ে আড়াইল গ্রামে নিজ বাটীতে যাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সেবা করেন এবং পরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যিনি (বাৎসল্যরসের সেবক) শ্রীবল্লভভট্টকে কিশোর কৃষ্ণের মধুররতিতে প্রবেশ দেন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দ্বারা তদুপযোগী মন্ত্রাদি শিক্ষা ব্যবস্থা করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৫৩

শ্রীস্বরূপ-রায়-সঙ্গ-গাম্ভিরাস্ত্য-লীলনং
দ্বাদশাব্দ-বহ্নি-গর্ভ-বিপ্রলম্ভ-শীলনম্ ।
রাধিকাধিরূঢ়-ভাব-কান্তি-কৃষ্ণ-কুঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৫৪

শ্রীস্বরূপ-কণ্ঠ-লগ্ন-মাথুর-প্রলাপকং
রাধিকানু-বেদনার্ত্ত-তীব্র-বিপ্রলম্ভকম্ ।
স্বপ্নবৎ-সমাধি-দৃষ্ট-দিব্য-বর্ণনাতুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৫৫

অতি অন্তরঙ্গ সঙ্গী শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে যাঁর সেই জনমর্ম্মভেদী গম্ভীরা-লীলার প্রকাশ পরাকাষ্ঠা ও সেই সুদীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী নিদারুণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাগ্নি উদ্‌গীরণময় যাঁর দিব্যোন্মাদ সংলাপ (বাহিরে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়) এবং যিনি শ্রীরাধার প্রগাঢ় ভাবে সর্ব্বাত্ম প্রভাবিত ও শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গজ্যোতিঃ সুশোভিত সেই মদমত্ত গজরাজ সদৃশ স্বয়ং গোবিন্দ—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৫৪

সাত্ত্বিকাদি-ভাব-চিহ্ন-দেহ-দিব্য-সৌষ্ঠবং
কূর্ম্মধর্ম্ম-ভিন্ন-সন্ধি-গাত্র-পুষ্প-পেলবম্।
হ্রস্ব-দীর্ঘ-পদ্ম-গন্ধ-রক্ত-পীত-পাণ্ডুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৫৬

শ্রীস্বরূপ দামোদরের কণ্ঠ ধারণ করিয়া যিনি—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর শ্রীমতীর বিরহপ্রলাপ সমূহ সখেদে আবৃত্তি করিতে থাকেন ও শ্রীরাধারাণীর বেদনা-কাতর নিদারুণ বিরহানল প্রদীপ্ত ভাবসমূহের অনুভবমুখে আস্বাদন করিতে থাকেন এবং যিনি সমাধি বিলাসে প্রত্যক্ষীভূত—ইতরজনের স্বপ্ন সদৃশ তথ্যসমূহ,—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ণনা করিতে থাকেন সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৫৫

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবরূপ প্রেমচিহ্নসমূহ যাঁর শ্রীঅঙ্গের দিব্য শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, যিনি কখনও শ্রীকূর্ম্ম-রূপ—হ্রস্বমূর্ত্তি, কখনও ভিন্ন-সন্ধি-সুদীর্ঘ-বিগ্রহ, কুসুম-কোমল, পদ্মগন্ধ, যিনি কখনও রক্তবর্ণ, কখন পীতবর্ণ, কখন বা মল্লিকা পুষ্পসম শুভ্রবর্ণ সুশোভিত-

তীব্র-বিপ্রলম্ভ-মুগ্ধ-মন্দিরাগ্র-ধাবিতং
কূর্ম্ম-রূপ-দিব্য-গন্ধ-লুব্ধ-ধেনু-বেষ্টিতম্ ।
বর্ণিতালি-কুল-কৃষ্ণ-কেলি-শৈল-কন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৫৭

ইন্দু-সিন্ধু-নৃত্য-দীপ্ত-কৃষ্ণ-কেলি-মোহিতং
উর্ম্মি-শীর্ষ-সুপ্ত-দেহ-বাত-রঙ্গ-বাহিতম্ ।
যামুনালি-কৃষ্ণ-কেলি-মগ্ন-সৌখ্য-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৫৮

রূপে প্রকাশিত হইতেছেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৫৬

যিনি—নিদারুণ বিরহে মোহিত ও কাতর হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের অভিমুখে ধাবিত হন ও পরক্ষণে অতি বিরহে শ্রীকূর্ম্ম-মূর্ত্তিতে তথায় পতিত থাকেন এবং শ্রীমন্দিরের তেলাঙ্গী গাভীগণ যাঁর সেই শ্রীঅঙ্গ হইতে নিঃসৃত এক অভূতপূর্ব্ব দিব্যগন্ধের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সেই শ্রীঅঙ্গকে বেষ্টন করিয়া থাকেন—সেই দেবতা প্রেম-ময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৫৭

রাত্রি-শেষ-সৌম্য-বেশ-শায়িতার্দ্র-সৈকতং
ভিন্ন-সন্ধি-দীর্ঘ-দেহ-পেলবাতি-দৈবতম্।
শ্রান্ত-ভক্ত-চক্রতীর্থ-হৃষ্ট-দৃষ্টি-গোচরং
প্রেমধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম ৫৯॥

যিনি—(কোন এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ভক্ত-সঙ্গে সমুদ্রতীরে শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস-আস্বাদনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ স্ফূর্ত্ত) উদ্বেলিত সিন্ধু-তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমূর্ত্তির নৃত্য-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-বিহার লীলার উদ্দীপনায় অতর্কিতে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত হন ও পরক্ষণে অন্যের অগোচরে যাঁর সুপ্তবৎ শ্রীবিগ্রহ (সমাধি-লঘু-কাষ্ঠখণ্ডবৎ) সমুদ্র-তরঙ্গের শিরোভাগে শয়ন করিয়া পবনদেব কর্ত্তৃক লীলায়িত-ছন্দে বাহিত হন এবং যিনি তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের সখীগণসহ শ্রীকালিন্দী-জলকেলি-দর্শনের সুগভীর সুখানুভূতি-সাগরে নিমগ্ন থাকেন—সেই দেবতা প্রেম-ময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৫৮

সারারাত্রি অন্বেষণ করিতে করিতে ভক্তগণ পরিশ্রান্ত হইয়া নিশাশেষে চক্রতীর্থ সন্নিকটে

আর্ত্ত-ভক্ত-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-নাম-কর্ণ-হৃদ্ গতং
লগ্ন-সন্ধি-মুষ্ঠু-দেহ-সর্ব্ব-পূর্ব্ব-সম্মতম্।
অর্দ্ধবাহ্য-ভাব-কৃষ্ণ-কেলি-বর্ণনাতুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৬০

আর্দ্র বালুকার উপর যাঁহার— শ্লথ-সন্ধি, সুদীর্ঘ দেবতনু হইতেও সুকুমার সৌম্যমূর্ত্তি শায়িত অবস্থায় হর্ষোৎফুল্ল নয়নে দর্শন করিলেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৫৯

ভক্তগণের সকাতর কণ্ঠের উচ্চ কৃষ্ণকীর্ত্তন-ধ্বনি কর্ণকুহরে ও মর্ম্মস্থলে স্পর্শ করিবামাত্র অস্থি-সন্ধি সমূহ যথাযথ সংলগ্ন হইলে পূর্ব্ববৎ স্বভাব-সুন্দর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া যিনি অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বিরহ-ভারাক্রান্ত চিত্তে সমাধি-দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণলীলা সমূহ বর্ণনা করেন সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৬০

যামুনাম্বু-কৃষ্ণ-রাধিকালি-কেলি-মণ্ডলং
ব্যক্ত-গুপ্ত-দৃপ্ত-তৃপ্ত-ভঙ্গি-মাদনাকুলম্ ।
গূঢ় দিব্য-মর্ম্ম-মোদ-মূর্চ্ছনা-চমৎকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬১

আস্য-ঘর্ষণাদি-চাটকাদ্রি-সিন্ধু-লীলনং
ভক্ত-মর্ম্ম-ভেদি-তীব্র-দুঃখ-সৌখ্য-খেলনং
অত্যচিন্ত্য-দিব্য-বৈভবাশ্রিতৈক-শঙ্করং
প্রেম ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬২

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাজলে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সখীগণসঙ্গে বিবিধ বিচিত্র ছন্দে জলবিহার—যাহা কখনও ব্যক্ত, কখনও গুপ্ত, কখনও দৃপ্ত, কখনও বা পরিতৃপ্ত ভঙ্গি পরিগ্রহ করিয়া নানা সম্ভোগময় প্রযত্নে প্রাণ-মন আকুলকারী—সেই অপ্রাকৃত গূঢ় আনন্দময় কোষের বিশ্ব-বিস্মাপন মর্ম্ম-সুর-মূর্চ্ছনা—যিনি বিতানিত করেন—সেই দেবতা প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬১

যিনি—চটক পর্ব্বত দর্শনে উদ্দীপিত বিচিত্র ভজন-বিলাস ও অসহনীয় বিরহে শ্রীমুখ সংঘর্ষণাদি অথবা

শ্রোত্র-নেত্র-গত্যাতীত-বোধ-রোধিতাদ্ভুতং
প্রেম-লভ্য-ভাব-সিদ্ধ-চেতনা-চমৎকৃতম্।
ব্রহ্ম-শম্ভু-বেদ-তন্ত্র-মৃগ্য-সত্য-সুন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥ ৬৩

জলকেলি স্মরণে সমুদ্রে ঝম্প প্রদানাদি দিব্য প্রেমোন্মাদের লক্ষণ সমূহ প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মহাসাগরের সুখ-দুঃখের উত্তাল-তরঙ্গের সীমাহীন গভীরতার দিগ্‌দর্শনলীলা ভক্তহৃদয়ে সঞ্চার করেন এবং যাহা একমাত্র তাঁর একান্ত আশ্রিতগণেরই অচিন্ত্যমঙ্গল প্রদান করে—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি॥ ৬২

যাহা চক্ষু ও শ্রুতির অগোচর—যাহা বুদ্ধির গতিকেও স্তব্ধ করিয়া দেয় এবং যাহা প্রেমারূঢ় অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত চেতনাকেও চমৎকৃত করে (অর্থাৎ তাঁদেরও বোধগম্য হয় না) এইরূপ—ব্রহ্মা ও শম্ভু—তাঁদের প্রকাশিত শাস্ত্র—বেদ ও তন্ত্রসমূহ যাহাকে কেবলমাত্র অন্বেষণই করিয়া চলিতেছে—

বিপ্র-শূদ্র-বিজ্ঞ-মূর্খ-যাবনাদি-নাম্নদং
বিত্ত-বিক্রমোচ্চ-নীচ-সজ্জনৈক-সম্পদম্ ।
স্ত্রী-পুমাদি-নির্ব্বিবাদ-সার্ব্ববাদিকোদ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬৪

সিন্ধু-শূন্য-বেদ-চন্দ্র-শাক-কুম্ভ-পূর্ণিমা
সান্ধ্য-চান্দ্রকোপরাগ-জাত-গৌর-চন্দ্রমা ।
স্নান-দান-কৃষ্ণনাম-সঙ্গ-তৎ-পরাৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬৫

সেই সত্যসুন্দর দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬৩

যিনি—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, এমন কি যবনাদি অনার্য্যকুলকেও শ্রীহরিনামে শুদ্ধ করিয়াছেন ও ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্ব্বল, সজ্জন মাত্রেরই সম্পদ-স্বরূপ এবং যিনি নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমগ্র চিদচিৎ বিশ্বের সর্ব্ববাদিসম্মত উদ্ধারকর্ত্তা—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬৪

আত্ম-সিদ্ধ-সাবলীল-পূর্ণ-সৌখ্য-লক্ষণং
স্বানুভাব-মত্ত-নৃত্য-কীর্ত্তনাত্ম-বন্ধনম্ ।
অদ্বয়ৈক-লক্ষ্য-পূর্ণ-তত্ত্ব-তৎ-পরাৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬৬

চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণ যোগে শ্রীগৌরচন্দ্রমা (শচীর অঙ্গনে) আবির্ভূত হন। সেই পরাৎপর-তত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরি যিনি জনগণের পবিত্র গঙ্গাস্নান, নানারত্ন দ্রব্য দান ও সর্ব্বোপরি শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনসঙ্গে অবতীর্ণ হন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬৫

যিনি—স্বতঃসিদ্ধ সহজ-লীলাময় পরিপূর্ণ আনন্দ-তত্ত্বের লক্ষণ সমূহের আকর—যেহেতু আত্ম-সুখানুভবের আতিশয্যে মত্ততা জনিত নৃত্য ও সেই সুখ-বিলাস বা বিভজনের প্রয়াস জনিত কীর্ত্তন—এই দুইটি পূর্ণ অদ্বয়তত্ত্বের স্বাভাবিক ও মৌলিক বাস্তব লক্ষণ-বিশিষ্ট—অতএব যিনি অসমোর্দ্ধ—একমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬৬

শ্রীপুরীশ্বরাবুকম্পি-লব্ধ-দীক্ষ-দৈবতং
কেশবাখ্য-ভারতী-সকাশ-কেশ-রক্ষিতম্ ।
মাধবাবুধী-কিশোর-কৃষ্ণ-সেবনাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬৭

সিন্ধু-বিন্দু-বেদ-চন্দ্র-শাক-ফাল্গুনোদিতং
ন্যাস-সোম-নেত্র-বেদ-চন্দ্র-শাক-বোধিতম্ ।
বাণ-বাণ-বেদ-চন্দ্র-শাক-লোচনান্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬৮

যে দেবতা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ধন্য করিয়া তাঁহার সমীপে দীক্ষা গ্রহণে কৃপা প্রদর্শন করেন ও কেশব ভারতীর সকাশে কেশ মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেন এবং যিনি শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের প্রদর্শিত শ্রীকিশোর-কৃষ্ণের মধুর রতির সেবাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর প্রদর্শন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬৭

যিনি চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুন মাসে গৌড়-

শ্রীস্বরূপ-রায়-সঙ্গ-হর্ষ-শেষ-ঘোষণং
শিক্ষণাষ্টকাখ্য-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনৈক-পোষণম্ ।
প্রেম-নাম-মাত্র-বিশ্ব-জীবনৈক-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৬৯

গগনে (শ্রীমায়াপুরে) উদিত হন ও চৌদ্দশত একত্রিশ শকাব্দে জগন্মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসবেশ গ্রহণের লীলা প্রকাশ করেন এবং যিনি চৌদ্দশত পঞ্চান্ন শকে লোক-লোচনের অন্তরালে গমন করেন—সেই দেবতা প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬৮

পরম প্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ সমীপে যিনি পরম উল্লাস সহকারে বলিয়াছেন—যে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই জীব-মঙ্গলের পরম উপায়—"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥" এবং যিনি তাঁর স্বরচিত সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন এবং প্রেমযোগে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণই জগজ্জীবকে (বিশ্ব-চেতনকে)

প্রেম হেম-দেব দেহি দাসরেষ মন্যতাং
ক্ষম্যতাং মহাপরাধ-রাশিরেষ গণ্যতাম্ ।
রূপ-কিঙ্করেষু রামানন্দ দাস-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব-নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥ ৭০

সমাকরূপে ভরণ ও পালন করিতে পারে—এইরূপ উপদেশ দৃঢ়ভাবে প্রদান করেন—সেই দেবতা প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি ॥ ৬৯

হে সোণার ঠাকুর ! (সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ) হে প্রেমনিধে ! তোমার প্রেমধন বিতরণ কর। এ অধম দাসের কথা একটু চিন্তা করিও, তার অশেষ অপরাধরাশি ক্ষমা করিও, এবং তোমার অতি অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীরূপের কিঙ্করগণের একজন বলিয়া গণনা করিও—এই রামানন্দ-দাসের পালন কর্ত্তা ও ভাগ্যবিধাতা একমাত্র তুমিই। হে প্রেমময় সোণার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর—তোমারই আমি স্তব করি ॥ ৭০

সশ্রদ্ধঃ সপ্ত-দশকং প্রেম-ধামেতি-নামকম্ ।
স্তবং কোঽপি পঠন্ গৌরং রাধাশ্যামময়ং ব্রজেৎ ॥৭১

পঞ্চমে শতগৌরাব্দে শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ।
শ্রীধরঃ কোঽপি তচ্ছিষ্যস্ত্রিদণ্ডী নৌতি সুন্দরম্ ॥৭২

এই প্রেম-ধাম-স্তোত্র নামক স্তব-সপ্ততি যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্যামসুন্দরস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের সেবা লাভ করিবেন ॥ ৭১

পঞ্চম শতগৌরাব্দে শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতীর শ্রীধরনামা কোন এক ত্রিদণ্ডী শিষ্য এই স্তব রচনা করিয়াছেন ॥ ৭২